আকীদায়ে খতমে নবুওয়ত

আব্দুর রহমান বাওয়া

Khatme Nubuwwat Academy
387 KATHERINE ROAD FOREST GATE
LONDON E7 8LT UNITED KINGDOM
Phone : 020 8471 4434
Mobile : 0798 486 4668, 0795 803 3404
Email : khatmenubuwwat @hotmail. Com

আল্লাহ পাক মানব জাতীর হিদায়েতের জন্য নবুওয়ত ও রিসালতের যে পবিত্র ধারাবাহিকতা হযরত আদম আ. হতে আরম্ভ করেছিলেন তা শেষ জামানার নবী হযরত মুহাম্মদ স. এর উপর সমাপ্ত করেছেন। তাঁর পরে কোন নবী সৃষ্টি হবেনা। জিল্লী, বরুজী, শরীয়ত প্রাপ্ত, শরীয়ত বিহীন, অর্থাৎ কোন ধরনের নবী রাসূল আর আসবেনা। অনুরূপ ভাবে তাঁর পরে নবুওয়তের অহীর ধারাবাহিকতাও সম্পূর্ন বন্ধ। এমন ইলহাম যা দ্বীনের জন্য দলিল হিসেবে পেশ করা যায় তাও বন্ধ। কোরআনে কারীম আল্লাহ পাকের সর্ব শেষ ও পরিপূর্ন কিতাব, যা কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে। এবং তা এমন কিতাব যার সংরক্ষনের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ পাক নিয়ে নিয়েছেন।

পবিত্র কোরআনের ৯৯টি আয়াত এবং হুজুর স. এর অসংখক হাদীস , সাহাবায়ে কেরামের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত, (ইজমা) সমস্ত আইম্মায়ে দ্বীন, ফোকাহায়ে এজাম সর্বোপরি উম্মতের সমস্ত ওলামায়ে কেরামের সর্ব সম্মত ফয়সালা যে, মুহাম্মদ স. আখেরী নবী ও রাসূল। এবং ইসলামী শরিয়তই আখেরী শরিয়ত, এবং উম্মতে মুহাম্মদী আখেরী উম্মত। উপরোক্ত সকল বিষয়ে ঈমান আনা এবং তা মেনে নেওয়া ইমানের অবিচ্ছিদ্দ অঙ্গ। ইসলামে ইহাকে খতমে নবুওয়ত বলা হয়। মুসলিম উম্মতের এটাও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, হযরত মুহাম্মদ স. এর পরে যে কেউ নবুওয়ত ও রিসালতের দাবী করবে, সে মিথ্যুক, দাজ্জাল, অপবাদ দাতা, এবং কাফের। তার সাথে ইসলাম ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই।

অনুরূপ ভাবে এধরনের মিথ্যুক নবুওয়তের দাবীদার কে যদি কেউ নবী মানে সেও কাফের হয়ে যাবে।

রাসূল স. সর্ব শেষ নবী এব্যাপারে কিছু আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে তা লক্ষ করুন।

পবিত্র কুরআনের আয়াত।

১। ماكان محمد ابا احدمن رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شئى عليما (الاحزاب ۴۰)

অর্থ ঃ- মুহাম্মদ স. তোমাদের মধ্যে হতে কোন পুরুষের পিতা নহেন, তবে তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সকল নবীগনের মোহর। এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(অনুবাদ শায়খুল হীন্দ)

২। اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا (سوره مائده)

আজকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ন করে দিলাম তোমাদের দ্বীনকে, এবং সমাপ্ত করে দিলাম তোমাদের উপর আমার নেয়ামত কে এবং তোমাদের জন্য আমি ইসলাম কে ধর্ম হিসেবে পছন্দ করলাম।

হাদীস সমূহ ঃ-

হযরত আবু হুরায়রা র. হতে বর্নিত যে, রাসূল স. এরশাদ করেছেন যে, আমি এবং আমার পূর্ববর্তি নবীগনের উদাহরণ এরূপ যে, এক ব্যক্তি অত্যন্ত সুন্দর একটি দালান নির্মান করলেন, কিন্তু দালানটির কোনায় এক ইটের জায়গা খালি রয়ে গেল, মানুষ দালানটির চতুর্পাশ ঘুরে দেখে খুশি হয়ে যায় আর বলে একটি ইটের জায়গা কেন খালি রয়ে গেল? রাসূল স. এরশাদ ফরমান আমিই সেই (কোনার সর্বশেষ) ইট এবং আমিই সর্ব শেষ নবী।

(বোখারী শরীফ, কিতাবুল মানাকিব, খাতামুন নবীয়্যিন অধ্যায়, খন্ড ১, পৃ. ৫০১)

২। হযরত সাওবান র.   হতে বর্নিত রাসূল স. এরশাদ করেন যে, আমার উম্মতে ৩০ মিথ্যুক পয়দা হবে। প্রত্যেকে বলবে আমি নবী, অথচ আমিই আখেরী নবী, আমার পরে কোন প্রকারের নবী হবে না।

(আবু দাউদ শরীফ খন্ড ২, পৃ. ২২৭)

৩। হযরত ইবনে মাসউদ র. হতে বর্নিত যে, রাসূল স. এরশাদ করেন যে, কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষন ৩০ জন ধোকা বাজ (দাজ্জাল) বের না হবে। সকলেই বলবে আমরা নবী, অথচ আমিই আখেরী নবী, আমার পরে কোন নবী নেই।

(মুসলিম শরীফ, তিরমিজী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ)

রাসূল স. আখেরী নবী হওয়ার দলিল এত অজশ্র যা এ ছোট লিফলেটে লিখা সম্ভব নয়। বিগত চৌদ্দশত বছরে এবিষয়ে সহস্র কিতাবাদী প্রকাশিত হয়েছে যাতে অগনিত এমন দলিল উল্লেখ করা হয়েছে যা কোন জ্ঞানি বুদ্যিমান মানুষ অস্বীকার করতে পারে না। রাসূল স. যেখানে বলেছেন আমি আখেরী নবী, আমার পরে কোন নবী নেই। সেখানে উম্মতকে এব্যাপারেও সতর্ক করে দিয়েছে যে, উম্মতের মধ্যে মিথ্যা নবুওয়তের দাবীদারও পয়দা হবে। যেমন উপরে এধরনের হাদীস উল্লেখ হয়েছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এরূপ মিথ্যা দাবীদারের অনেক ঘটনা যারা উম্মতের মধ্যে খতমে নবুওয়ত অস্বীকার করার ফিৎনা দাঁড় করেছে এবং নবুওয়তের দাবীও করেছে।

তবে উম্মতে মুহাম্মদী স. শুধুমাত্র তাদের বিরুধিতা করে ক্ষান্ত হয়নি বরং খাতাম্মুন নবী স. এর শান-মান রক্ষার জন্য নিজেদের জীবনও উৎসর্গ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ তিনটি ঘটনা পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হচ্ছে।

আসওয়াদে আনসী

আসওয়াদ ইয়ামনের বাসিন্দা ছিল। রাসূল স. এর জীবদ্দশায় সে নবুওয়তের দাবী করেছিল। সর্ব প্রথম সে নাজরান দখল করে। পরবর্তিতে সে সানআর দিকে অগ্রসর হল। অতঃপর সমগ্র ইয়ামন তার অধীনে এসে গেল। বলা হয়ে থাকে যে, অধিকাংশ ইয়ামন বাসী মুরতাদ হয়ে তাকে স্বীকার করে নেয়। রাসূল স. যারা আসওয়াদের উপর ঈমান আনেনি তাদের নিকট বার্তা পাঠালেন যার মধ্যে আসওয়াদকে হত্যা করার নির্দেশও ছিল। হযরত ফীরুজ দায়লামী আসওয়াদকে হত্যা করে ইতিহাস সৃষ্টি করার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। রাসূল স. অহীর মাধ্যমে আসওয়াদে আনসীর হত্যার ঘটনা জানতে পেরেছেন। ইয়ামন বাসীরা আসওয়াদে আনসীর হত্যার সংবাদ নিয়ে রাসূল স. এর নিকট একজন বার্তা বাহক পাঠালেন, বার্তা বাহকের পবিত্র মদীনা পৌঁছার প্রাককালে রাসূল স. ইহকাল ত্যাগ করেন।

মোসায়লামা কাজ্জাব ঃ-

মোসায়লামা ইয়ামামা এর বাসিন্দা ছিল। রাসূল স. এর ওয়াফাতের অল্প কিছুদিন পূর্বে নবুওয়তের দাবী করে ছিল। মানুষের বিরাট এক অংশ মুরতাদ হয়ে তার সমর্থক হয়ে গিয়েছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক র. এর খেলাফতের যুগে ইয়ামামার যুদ্ধ সংঘটিত হল, এবং এ যুদ্ধে মোসায়লামা মিথ্যুক মারা গেল এত ১২শতাধিক মুসলমান শহীদ হলেন, যার মধ্যে বদরী সাহবী ও হাফেজে কুরআনের সংখ্যা ছিল সত্তর জনের মত, অতপর সেই ফিৎনার মূলোটপাঠিত হল।

মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী

কাদিয়ান, জায়গাটা হল বর্তমান হিন্দুস্তানের পাঞ্জাবে অবস্থিত এক এলাকার নাম। এখানকার এক ব্যক্তি মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ১৯০১ইং সনে বৃটিশ শাসনামলে নবুওয়তের দাবী করেছিল। ২৬শে মে ১৯০৮ইং তারিখে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে লাহোরে মারা যায়। তার কুফরী আকীদার ফিরিস্তি অনেক লম্বা। উম্মতের ওলামায়ে কেরাম তাকে এবং তার অনুসারীদের ইসলাম ধর্ম হতে খারীজ সাব্যস্ত করেছেন। মীর্জা গোলাম কাদিয়ানীর প্রথম খলীফা হাকীম নূরুদ্দীন দ্বিতীয়, মীর্জা মাহমুদ, তৃতীয়, মীর্জা নাছির, চতুর্থ মীর্জা তাহের এবং বর্তমান পঞ্চম খলীফা হল মীর্জা মসরুর কাদিয়ানী সে লন্ডনে বসবাস করে। সমগ্র মুসলিম উম্মা কাদিয়ানীদেরকে কাফের ধারনা করে।

পাকিস্তানে ১৯৭৪ ইং রাষ্ট্রীয় ভাবে কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষনা দেওয়া হয়েছে। ১৯৮৪ ইং সনে কাদিয়ানী অর্ডিন্যান্স জারী হয়। যার ফলে মীর্জা তাহের পাকিস্তান ত্যাগ করে লন্ডন চলে যায় এবং লন্ডনেই তার মৃত্যু হয়। কাদিয়ানীদের কথিত ইসলামাবাদ টেলফুর্ডে (বৃটেনে) তাকে কবর দেওয়া হয়। কাদিয়ানীরা নিজেদেরকে মুসলমান পরিচয় দেয় এবং ইসলামের ল্যাবেল লাগিয়ে তাদের যাবতীয় কর্ম পরিচালনা করে। যে কারনে কিছু সংখ্যক অবুঝ মুসলমান ধোকায় পড়ে যায়।

মুসলমানদের প্রয়োজন, তাদের থেকে সতর্ক থাকা এবং খতমে নবুওয়ত ও কাদিয়ানী সম্পর্কে অবগতীর প্রয়োজন হলে অথবা কোন বই পুস্তকের প্রয়োজন হলে আমাদের সাথে সত্তর যোগাযোগ করুন।

সমাপ্তঃ-